দৈনিক বাংলা ৪

তারিখ ... 18 MAY 1996
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ৫

হাইকোর্টে ছাত্রীর রীট ঃ কৃষি ভার্সিটির ভিসিসহ ১২ জনের ওপর রুল

স্টাফ রিপোর্টার ঃ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলারসহ ১২ জন শিক্ষক-কর্মকর্তার উপর, কৃষি পরিসংখ্যান বিভাগের ছাত্রী খালেদা আফরোজের এমএসসি ফাইনাল পরীক্ষার মৌখিক পরীক্ষা কেন অবিলম্বে গ্রহণ করা হবে না এবং বিশ্বদ্যালয়ের শিক্ষক পরেশ চন্দ্র মোদক ও জয়নাল আবেদীন খানকে কেন পরীক্ষা কমিটি থেকে বাদ দেয়া হবে না—এই মর্মে চার সপ্তাহের একটি রুল জারী করেছেন।

ছাত্রী খালেদা আফরোজের এক রীট আবেদনের প্রেক্ষিতে বিচারপতি মাইনুর রেজা চৌধুরী ও বিচারপতি কাজী এ টি

(৪-এর পৃঃ ২-এর কঃ দ্রঃ)

হাইকোর্টে ছাত্রীর রীট

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

মনোয়ার উদ্দিন সমবায়ে গঠিত ডিভিশন বেঞ্চ ১৪ মে এই রুল জারী করেন।

এর আগে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় প্রভাষক নিয়োগের ইন্টারভিউর বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে ৯ মে খালেদা আফরোজ হাইকোর্টে একটি রীট মামলা দায়ের করেন।

খালেদা আফরোজ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ থেকে কৃষি অর্থনীতিতে প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান পেয়ে সম্মানসহ স্নাতক ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি পরে কৃষি পরিসংখ্যান বিভাগে এমএসসি ক্লাসে ভর্তি হন। এই বিভাগে তার শ্রেণীতে তিনিই একমাত্র শিক্ষার্থী ছিলেন।

রীট পিটিশনে খালেদা আফরোজ বলেন, তিনি ১৯৯৪ সনে এমএসসি ফাইনালের থিওরি পরীক্ষা দেন। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী ১০ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৫ সনের মধ্যে তার মৌখিক পরীক্ষা নেয়ার [illegible] টার্ম পেপার জমা দেয়ার ত্রিশ দিনের মধ্যে মৌখিক পরীক্ষা নেয়ার বিধান উপেক্ষা করে পরীক্ষা কমিটির চেয়ারম্যান ও সাবেক বিভাগীয় প্রধান পরেশ চন্দ্র মোদক ১২৮ দিন পর অর্থাৎ ১৯৯৫ সনের ১৮ মে তার মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করেন। কিন্তু মৌখিক পরীক্ষায় এক্সটার্নাল পরীক্ষক হিসাবে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগের অধ্যাপক ডঃ মনীন্দ্র কুমার রায়কে আমন্ত্রণ না জানানোর ফলে পরে অধ্যাপক রায়ের এক লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট '৯৫ সালের ২৬ অক্টোবর মৌখিক পরীক্ষা বাতিল করে দেয়। সিন্ডিকেট বিধি অনুযায়ী তাড়াতাড়ি পুনরায় মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করার নির্দেশ দেয়।

রীটে বলা হয়, কিন্তু আজ পর্যন্ত খালেদা আফরোজের মৌখিক পরীক্ষা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করেননি। একজন মেধাবী ছাত্রী হওয়া সত্ত্বেও তার যথাসময়ে মাস্টার্স ডিগ্রী অর্জন করা সম্ভব হয়নি। খালেদা আফরোজের ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

এদিকে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষি পরিসংখ্যান বিভাগে প্রভাষক নিয়োগের জন্য গত ১১ মে ইন্টারভিউয়ের তারিখ ধার্য করা হয়। খালেদা আফরোজ এই নিয়োগের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে ৯ মে একটি রীট পিটিশন পেশ করেন। এই ইন্টারভিউ কেন অবৈধ ঘোষণা করা হবে না এই মর্মে হাইকোর্ট ১২ জনের বিরুদ্ধে দুই সপ্তাহের মধ্যে কারণ দর্শানোর নির্দেশ দিয়েছে।

যাদের উপর রুল জারী করা হয়েছে তারা হলেন ঃ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ডঃ শাহ মোঃ ফারুক, ডঃ ইদ্রিস আলী, ডঃ এস এম বুলবুল, ডঃ আব্দুর রশিদ আহমেদ, অধ্যাপক পরেশ চন্দ্র মোদক, অধ্যাপক জয়নাল আবেদীন খান, ডঃ মোহাম্মদ ইকবাল হোসেন, রেজিস্ট্রার আব্দুল হান্নান খান, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক প্রফেসর ডঃ মোঃ আজিজুল হক ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ মনীন্দ্র কুমার রায়।

আবেদনকারী ছাত্রী খালেদা আফরোজের পক্ষে মামলা পরিচালনা করেন ব্যারিস্টার রাবেয়া ভূঁইয়া।